London Ambulance Service NHS
NHS Trust

# স্বাগতম

(Bengali)

স্বাগতম

বাংলা

## আমাদের পরিচয়

- আমরা বিশ্বের সর্ববৃহৎ এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস যারা সম্পূর্ণ বিনা খরচে রোগীদের সেবা, যত্ন ও চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
- আমরা লন্ডনে ন্যাশনাল হেলথ্ সার্ভিসের সামনে থেকে সেবা প্রদান করি এবং আমাদের প্রধান দুটি ভূমিকা হল - যেসব অসুস্থ আহত ব্যক্তিরা ইমার্জেন্সি কল করেন তাদের ডাকের প্রতি সাড়া দেয়া এবং কিছু রোগীদের তাদের হাসপাতালে বা হাসপাতাল থেকে নিয়ে যাওয়া যাওয়া।
- আমরা প্রায় ৬২০ বর্গমাইল জুড়ে আমাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করি (১৬০৬ বর্গ কিলোমিটার), এই এলাকাতে ৭.৫ মিলিয়নের বেশী লোক বসবাস করেন।
- এপ্রিল ২০০৭ থেকে মার্চ ২০০৮ এর ভেতরে আমরা প্রায় ১.৪ মিলিয়ন ইমার্জেন্সি কল পেয়েছি এবং ৯৪৫,০০০ এর বেশী ঘটনায় উপস্থিত হয়েছি।
- আমাদের কর্মী বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ৪,১০০ জনেরও বেশী।

---

## কখন 999 নাম্বারে কল করবেন

**কেউ যদি মারাত্মক অসুস্থ অথবা আহত হন এবং তাদের জীবন হুমকিগ্রস্ত হয় তাহলে আপনি অবশ্যই 999 নাম্বারে কল করবেন।**

ডাক্তারী (মেডিক্যাল) ইমার্জেন্সির উদাহরণের ভেতরে আছে (কিন্তু এগুলিতেই সীমাবদ্ধ নয়):

- বুকে ব্যাথা
- নিশ্বাস নিতে সমস্যা হওয়া
- অজ্ঞান হয়ে যাওয়া
- মারাত্মক রক্তপাত হওয়া
- মারাত্মকভাবে পুড়ে যাওয়া অথবা গরম তরল পদার্থের ছেঁকা লাগা
- গলায় আটকে গিয়ে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া
- সাময়িক অজ্ঞান/মাথায় প্রচন্ড আঘাত পাওয়া
- পানিতে ডুবে যাওয়া
- এ্যালার্জির মারাত্মক প্রতিক্রিয়া।

যদি এটি জীবনের প্রতি হুমকির কারণ না হয়ে থাকে এবং আপনি অথবা আপনি যার সাথে আছেন তার যদি তক্ষুনি ডাক্তারী চিকিৎসা দরকার না হয় তাহলে 999 নাম্বারে ডায়াল করার আগে আপনার কাছে অন্যান্য বিকল্প ব্যবস্থা বিবেচনা করুন:

- নিজের অথবা ঘরের রোগীর যত্ন নিন। যদি ঘরে থাকতে না পারেন তাহলে পরিবারের অন্য কেউ বা বন্ধু সাহায্য করতে পারেন কিনা জেনে নিন।
- আপনার স্থানীয় ফার্মাসিস্টের সাথে কথা বলুন।
- আপনার জিপির কাছে যান অথবা তাকে ফোন করুন।
- এনএইচএস ডাইরেক্টকে 0845 4647 নাম্বারে ফোন করুন অথবা www.nhsdirect.nhs.uk ঠিকানায় তাদের ওয়েবসাইট দেখুন।

- নিজেই আপনার স্থানীয় এ এ্যান্ড ই (A&E) ডিপার্টমেন্ট, ওয়াক-ইন সেন্টার অথবা ছোটখাট আঘাতজনিত ইউনিটে চলে যান (এ্যাম্বুলেন্সে চড়ে আসার মানে এই না যে আপনাকে আরো দ্রুত চিকিৎসা দেয়া হবে)।

---

## আপনি যখন 999 নাম্বারে ডায়াল করেন তখন কি হয়

আপনি যখন 999 নাম্বারে ডায়াল করেন তখন একজন অপারেটর আপনি কোন ইমার্জেন্সি সেবা চাইছেন সেটি জিজ্ঞাসা করেন।

জরুরী ডাক্তারী পরিস্থিতিতে এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসকে চান এবং আপনার কলটি আমাদের একজন কল গ্রহনকারীর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

আপনি যখন কল করবেন তখন নিচের তথ্যগুলি সাথে রাখবেন:

- আপনি যেখানে আছেন সেখানকার ঠিকানা ও পোস্টকোড।
- আপনি যে ফোন থেকে কল করছেন সেটির নাম্বার।
- যা ঘটেছে।

যখনই আমরা জানতে পারব আপনি কোথায় আছেন তখনই আমরা সাহায্য পাঠাতে পারব।

আপনাকে কিছু অতিরিক্ত তথ্য দিতে বলা হবে, এর ভেতরে আছে:

- রোগীর বয়স, লিঙ্গ এবং ডাক্তারী ইতিহাস;
- রোগী সচেতন কিনা, নিশ্বাস নিচ্ছেন কিনা, রক্তপাত হচ্ছে কিনা অথবা বুকে ব্যাথা আছে কিনা; এবং
- আঘাতের বিস্তারিত বিবরণ এবং কিভাবে এটি ঘটেছে।

এই প্রশ্নগুলির উত্তরের ফলে আমাদের দেরী হবে না বরং আমাদের কর্মীরা আপনার কাছে আসার আগে আপনাকে জরুরী ফার্স্ট এইডের (প্রাথমিক চিকিৎসা) ব্যাপারে পরামর্শ দেয়া সম্ভব হবে।

এই অতিরিক্ত তথ্য আমাদেরকে আপনার কাছে সবচেয়ে উপযুক্ত সাহায্য পাঠাতে সাহায্য করে।

সাহায্য এসে পৌছানোর আগে আপনি নিচের কাজগুলি করে আমাদের সাহায্য করতে পারেন:

- আপনি যদি রাস্তায় থাকেন তাহলে সাহায্য এসে পৌছানোর আগে পর্যন্ত রোগীর সাথে থাকুন।
- রোগীর অবস্থার যদি পরিবর্তন ঘটে থাকে তাহলে ফোন করে আমাদের জানান।
- আপনি যেখানে ছিলেন সেখান থেকে সরে গেলে আমাদের ফোন করে জানান।
- যদি ঘর অথবা কাজের জায়গা থেকে ফোন করেন তাহলে কাউকে দরজা খুলে দিতে বলুন এবং কোথায় এ্যাম্বুলেন্স কর্মচারী দরকার সেটি ইঙ্গিত দিন।
- পরিবারের কোন পোষা প্রাণী থাকলে সেটি বেঁধে রাখুন।
- যদি পারেন তাহলে রোগীর জিপির ঠিকানা লিখুন এবং রোগী যেসব ঔষধ খান সেগুলি সংগ্রহ করুন।
- রোগীর কোনপ্রকার এ্যালার্জি আছে কিনা সেটি জানান।
- শান্ত থাকুন - আমাদের কর্মচারীরা আপনাকে সাহায্য করার জন্য আছেন। তাদের প্রতি সহিংস অথবা হুমকিমূলক আচরণ বরদাস্ত করা হবে না এবং এর ফলে রোগীর সাহায্য পেতে দেরী হতে পারে।

এছাড়াও আরো বেশ কিছু বিষয় আছে যা আজ আপনি করে ভবিষ্যতে আমাদের সাহায্য করতে পারেন:

- রাস্তা থেকে আপনার ঘরের নাম্বার দেখা যায় কিনা পরীক্ষা করে দেখুন।
- যদি আপনি এস্টেটের বাসাতে থাকেন তাহলে ইমার্জেন্সি সার্ভিসের নির্দেশনার জন্য পরিস্কারভাবে সাইন দেয়া আছে কিনা এবং প্রতিটি লিফট্ কাজ করছে কিনা পরীক্ষা করে দেখুন।

## কারা আপনার চিকিৎসা করবেন?

আমরা পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়ার সাথেসাথে এবং আমরা যখন নিশ্চিত হব আপনার দ্রুত ডাক্তারী চিকিৎসা দরকার তখনই আমরা সাহায্য পাঠাব।

আমরা বেশ কয়েকটি উপায়ে আপনার ডাকের সাড়া দিতে পারি।

জীবনের প্রতি হুমকি মোকাবেলায় ইমার্জেন্সি
অনেক আছেন যারা আশা করেন একটি এ্যাম্বুলেন্সে চড়ে দুজন লোক হাজির হবেন কিন্তু আপনার চিকিৎসার জন্য শুধুমাত্র একজন লোক গাড়ী, মোটরবাইক অথবা সাইকেলে চড়ে হাজির হতে পারেন।

যদি পরিস্থিতি ইমার্জেন্সি হয়ে থাকে তাহলে এ্যাম্বুলেন্সের স্টাফরা ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল টেকনিশিয়ান অথবা প্যারামেডিক হবেন যারা জীবনের প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ অসুস্থতা এবং আঘাত মেকাবেলার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

প্যারামেডিকরা প্রতিরক্ষামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্যও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, খুবই মারাত্মক ডাক্তারী ইমার্জেন্সির ক্ষেত্রে তাদেরকে এগুলি করতে হতে পারে। এই কর্মকান্ডের ভেতরে আছে ইনটিউবেশান (যেখানে রোগীকে নিশ্বাস নিতে সাহায্য করার জন্য তার শ্বাসনালীর ভেতরে একটি টিউব ঢুকানো হয়) এবং নিডল চেস্ট ডিকমপ্রেশান (বাতাসের চাপ কমানোর জন্য বুকের ভেতরে একটি সুঁচ ঢুকানো)।

খুবই ইমার্জেন্সি পরিস্থিতিতে লন্ডন এয়ার এ্যাম্বুলেন্সের মেডিক্যাল টিম আপনার চিকিৎসা করতে পারে। হেলিকপ্টারের মেডিকেল টিমে একজন ডাক্তার ও প্যারামেডিক থাকেন, যেসব রোগী মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন তাদের চিকিৎসা করার দক্ষতা এদের আছে।

যদি আপনি লন্ডনের বাইরে থাকেন তাহলে প্রথমেই একজন কমিউনিটি সাড়াপ্রদানকারী এসে পৌছাতে পারেন, ইনি জনগনের একজন সদস্য যিনি এ্যাম্বুলেন্স আসার আগে স্থানীয় কমিউনিটির লোকদের জীবন রক্সাকারী চিকিৎসা দেয়ার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

দ্রুত ডাক্তারী সাহায্য
ইমার্জেন্সি কেয়ার প্র্যাকটিশনাররা হলেন বর্ধিত ডাক্তারী দক্ষতাসম্পন্ন প্যারামেডিক যারা জটিল কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম জরুরী অসুস্থতার রোগীদের চিকিৎসা করতে পারেন। তারা গাড়ীতে করে হাজির হন এবং সাধারণত একা কাজ করেন। তারা জীবনের প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ ইমার্জেন্সি পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারেন।

টেলিফোনে পরামর্শ
যদি এটি এমন ইমার্জেন্সি হয় যেটি জীবনের প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ নয় এবং আপনার জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসা দরকার তাহলে আমাদের একজন ক্লিনিক্যাল এ্যাডভাইজার আপনাকে ফোন করতে পারেন। এদের ডাক্তারী প্রশিক্ষণ আছে এবং তারা আপনার অথবা আপনি যে ব্যক্তির জন্য ফোন করেছেন তার পরিস্থিতি জানার জন্য আরো প্রশ্ন করবেন। তারা কিছু ডাক্তারী পরামর্শ দিতে পারেন। কিন্তু আপনাকে প্রশ্ন করে যদি তারা সিদ্ধান্ত নেন যে চিকিৎসা দরকার তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার কাছে সাহায্য পাঠানোর ব্যবস্থা নিবেন।

অপেক্ষাকৃত কম মারাত্মক পরিস্থিতি

যদি অসুস্থতা অথবা আঘাত মারাত্মক না হয় কিন্তু আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার দরকার পড়ে তাহলে আমরা আমাদের একজন এ এ্যান্ড ই সাপোর্ট ক্রুকে পাঠাতে পারি। তারা একটি এ্যাম্বুলেন্সে করে রোগীর কাছে হাজির হন কিন্তু তারা এমন রোগীর দেখাশোনা করেন যার একজন প্যারামেডিক অথবা ইমার্জেন্সি মেডিকেল টেকনিশিয়ানের ডাক্তারী দক্ষতার প্রয়োজন নেই অথবা জ্বলে নেভে এমন নীল রংয়ের আলোর এ্যাম্বুলেন্সেরও তাদের দরকার নেই।

---

## ইমার্জেন্সি পরিস্থিতিতে হার্টের (হৃৎপিন্ড) যত্ন

হার্টের দুটি পরিস্থিতিতে জরুরী ভিত্তিতে ইমার্জেন্সি কেয়ারের দরকার পড়ে, এদুটি হল; হার্ট এ্যাটাক এবং কার্ডিয়াক এ্যারেস্ট। যদি কোন ব্যক্তি এদুটির ভেতরে কোন একটিতে আক্রান্ত হন এবং তাড়াতাড়ি ডাক্তারী সাহায্য না পান তাহলে তিনি মারা যেতে পারেন।

হার্ট এ্যাটাক এবং কার্ডিয়াক এ্যারেস্ট একই বিষয় না।

যখন একটি ধমনী (আর্টারী) আটকে বা বন্ধ হয়ে যায় যার ফলে হার্টে রক্তের চলাচল বন্ধ হয়ে যায় তখন হার্ট এ্যাটাক হয়। হার্ট এ্যাটাকের সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ হল বুকে ব্যাথা, এছাড়াও অন্যান্য আরো লক্ষণও আছে। এর চিকিৎসা না করা হলে এর ফলে কার্ডিয়াক এ্যারেস্ট হতে পারে যার ফলে হার্টের স্পন্দন (বিটিং) বন্ধ হয়ে যায়।

**যদি কেউ এই দুটির যেকোন একটিতে আক্রান্ত হন তাহলে 999 নাম্বারে ফোন করে তাড়াতাড়ি এ্যাম্বুলেন্সকে আসতে বলুন।**

## হার্ট এ্যাটাকের চিকিৎসা

যদি আমাদের স্টাফ দেখেন যে একজন রোগীর সাধারণ ধরনের হার্ট এ্যাটাক হয়েছে তাহলে তারা রোগীকে লন্ডনের আটটি হার্ট এ্যাটাক সেন্টারের ভেতরে একটিতে নিয়ে যাবেন যেখানে তাদেরকে স্পেশালিস্ট ডাক্তারী চিকিৎসা দেয়া হবে। এর অর্থ হল আমাদের স্টাফরা রোগীর স্থানীয় হাসপাতাল এড়িয়ে হার্ট এ্যাটাক সেন্টারে তাকে নিয়ে যাবেন।

হার্ট এ্যাটাকের সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণগুলি হল:

- বুকে ব্যাথা অনুভব করা যেটি হাত, ঘাড় অথবা চোয়ালে ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- অসুস্থ বোধ করা অথবা ঘাম হওয়া এবং সেই সাথে বুকের মাঝখানে ব্যাথা হওয়া।
- শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া এবং সেই সাথে বুকের মাঝখানে ব্যাথা হওয়া।

বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ দেখা দিতে পারে এবং অনেকে নিচের কোন একটি অনুভব করতে পারেন:

- এক ধরনের ভোঁতা ব্যাথা, কষ্ট অথবা বুকের উপরে ভারী কিছু অনুভব করা।
- বুকে অল্প অস্বস্তি বোধ হওয়া যার ফলে আপনি অসুস্থ বোধ করতে পারেন।
- বুকের ব্যাথা পিঠে অথবা পাকস্থলীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- বুকে ব্যাথা হতে পারে যেটি বদহজম হলে যেমন ব্যাথা হয় সেরকম লাগে।
- মাথা একটু ঘুরতে পারে এবং সেই সাথে বুকে ব্যাথা হয়।

ব্যাথা পাঁচ মিনিট থেকে কয়েক ঘন্টা চলতে পারে। হাঁটাহাটি করা, আপনার অবস্থান পরিবর্তন অথবা বিশ্রাম নিলে এই ব্যাথা থামবে বা কমবে না। এই ব্যাথা একই রকম থাকতে পারে অথবা এটি আসতে ও চলে যেতে পারে। এই ব্যাথার কারণে চাপ বোধ অথবা নিজেকে কাহিল ও দূর্বল মনে হয়।

**যদি আপনি মনে করেন আপনার বা আপনার পরিচিত অন্য কেউ হার্ট এ্যাটাকে আক্রান্ত হয়েছে তাহলে দ্রুত এ্যাম্বুলেন্সের জন্য 999 নাম্বারে ডায়াল করুন।**

এ্যাম্বুলেন্সের ক্রুরা কি করবেন

যদি আমরা বুঝতে পারি যে আপনার হার্ট এ্যাটাক হয়েছে তাহলে আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার কাছে সাহায্যের জন্য পৌছানোর চেষ্টা করব।

আমাদের স্টাফরা এসে আপনার পরিস্থিতি যাচাই করবেন এবং ব্যাথা কমানোর জন্য আপনাকে কিছু ঔষধ দিতে পারেন।

তারা আপনাকে খাওয়ার জন্য এ্যাসপিরিন দিতে পারেন যেন আপনার রক্ত বন্ধ হয়ে যাওয়া ধমনীর ভেতর দিয়ে সহজেই চলাচল করতে পারে। এরপরে তারা আপনার হার্টের মাংশপেশীকে সহজ করার জন্য আপনার জিভের নিচে গ্লাইসেরোল ট্রাইনাইট্রেট স্প্রে করতে পারেন।

আমাদের স্টাফরা এ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে একটি যন্ত্রের সাহায্যে হার্ট এ্যাটাক হয়েছে কিনা পরীক্ষা করতে পারেন, এই যন্ত্রের নাম ১২-লীড ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম (ইসিজি)।

এই যন্ত্রটি আপনার হার্টের কাজকর্ম রেকর্ড করে, এটিকে ব্যবহার করে আমাদের কর্মচারীরা পরীক্ষা করে দেখবেন যে আপনার সাধারণ ধরণের হার্ট এ্যাটাক হয়েছে কিনা, এটিকে প্রায়ই এসটি-ইলেভেটেড মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্র্যাকশান বলা হয়।

যদি আমরা বুঝতে পারি যে আপনার হার্ট এ্যাটাক হচ্ছে তাহলে আমরা আপনাকে দ্রুত স্পেশালিস্ট চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাব।

হাসপাতালে আপনার চিকিৎসা

হার্ট এ্যাটাক সেন্টারের একটি অভিজ্ঞ টিম আপনার উপরে বেশ কিছু পরীক্ষ নিরিক্ষা চালাবে। যদি নিশ্চিতভাবে আপনার হার্ট এ্যাটাক হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে প্রাইমারী এনজিওপ্লাস্টি নামক ইমার্জেন্সি হার্ট অপারেশানের জন্য ভর্তি করা হবে।

এনজিওপ্লাস্টি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ধমনীর ভেতরে একটি ক্যাথেটার ঢুকানো হয় এবং এরপরে ধমনীর আটকে যাওয়া পথ খোলার জন্য এর ভেতরে একটি ছোট বেলুন ঢুকানো হয়। ধমনীকে খোলা রাখার জন্য স্টেন্ট নামক একটি ছোট টিউব ঢুকানো হয়। হার্ট এ্যাটাকের জন্য এনজিওপ্লাস্টি সবচেয়ে উপযুক্ত, ভাল এবং আদর্শ চিকিৎসা হিসাবে পরিচিত এবং হার্টে রক্তের চলাচল চালু করার ক্ষেত্রে এটি শতকরা ৯৫ ভাগ সফল।

## কার্ডিয়াক এ্যারেস্ট

যখন কেউ পড়ে যান এবং নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় তার মানে সেই ব্যক্তির হার্ট শরীরে রক্ত পাম্প করা বন্ধ করে দিয়েছে। এটিকে কার্ডিয়াক এ্যারেস্ট বলে।

যদি কারো কার্ডিয়াক এ্যারেস্ট হয় তাহলে ডাক্তারী মতে সেই ব্যক্তি মৃত এবং তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জীবন বাচিয়ে তোলার জন্য সাহায্য দেয়া দরকার।

**যদি কারো কার্ডিয়াক এ্যারেস্ট হয় তাহলে এ্যাম্বুলেন্স ডাকার জন্য তাড়াতাড়ি 999 নাম্বারে ফোন করুন।**

কারো জীবন বাচানোর জন্য পাঁচটি উপায় আছে। এগুলিকে জীবন বাচানোর ধারাবাহিকতা বলা হয়:

১. **আগে থেকেই সনাক্ত করা**

- কার্ডিয়াক এ্যারেস্টের লক্ষণ আগে থেকেই টের পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

২. **জলদি সাহায্য খোঁজা**

- যদি আপনি কারো ভিতরে কার্ডিয়াক এ্যারেস্টের লক্ষণ টের পান তাহলে রোগীকে সাহায্য করার আগেই এ্যাম্বুলেন্স ডাকার জন্য তাড়াতাড়ি 999 নাম্বারে ডায়াল করুন।
- যদি আপনার আশেপাশে অন্যান্য লোকজন থাকে তাহলে আপনি রোগীর যত্ন নিন এবং তাদেরকে এ্যাম্বুলেন্সের জন্য ফোন করতে বলুন।

৩. **প্রথম থেকেই জীবন রক্ষার কৌশল প্রয়োগ**

- এ্যাম্বুলেন্স যখন আসছে তখন যার কার্ডিয়াক এ্যারেস্ট হয়েছে তার বুকে উপযুক্ত মানসম্পন্ন চাপ প্রয়োগ করার ফলে রক্তে অক্সিজেন সরবরাহ বজায় থাকে।
- 'জীবন বাচানোর চুম্বনের' মাধ্যমে রক্তে অক্সিজেন সরবরাহ বজায় রাখা সম্ভব।
- এই প্রক্রিয়াটিকে কার্ডিওপালমোনারি রিসাসসাইটেশান (সিপিআর) বলা হয় এবং যদি কারো কর্ডিয়াক এ্যারেস্ট হয় তাহলে তার জীবন বাচানোর জন্য এটি সবচেয়ে সুযোগ।
- আপনি এই কৌশলগুলি শিখতে পারেন এবং সাহায্য আসার আগে আমাদের কর্মচারীরা ফোনের মাধ্যমে আপনার সাথে কথা বলবেন।

৪. **যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডিফাইব্রিলেশান দেয়া**

- ডিফাইব্রিলেটরের অপর নাম 'শক-বক্স', এটি এমন একটি মেশিন যার মাধ্যমে কার্ডিয়াক এ্যারেস্টের রোগীর হার্টে শক দেয়ার মাধ্যমে এটিকে পূণরায় চালু করা হয়। যদি কারো কার্ডিয়াক এ্যারেস্ট হয় তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটি ব্যবহার করা দরকার।
- প্রতিটি এ্যাম্বুলেন্সের স্টাফরা একটি ডিফাইব্রিলেটর সাথে রাখেন, এছাড়াও লন্ডনের বিভিন্ন জায়গাতে ৪৫০টিরও বেশী এই যন্ত্র আছে, এ্যাম্বুলেন্স এসে পৌছানোর আগে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্টাফরা এটি ব্যবহার করতে পারেন।

৫. **যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জীবন রক্ষার উন্নত কৌশল প্রয়োগ**

- এ্যাম্বুলেন্সের কর্মচারীরা একজন কার্ডিয়াক এ্যারেস্ট রোগীর কাছে এসে পৌছানোর পরে হাসপাতালে নেয়ার আগে পর্যন্ত তাদের অভিজ্ঞ কৌশল ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে তার জীবনের স্পন্দন ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।
- যদি আপনি দেখেন যে কারো কার্ডিয়াক এ্যারেস্ট হয়েছে তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ্যাম্বুলেন্স ডেকেপাঠানো জরুরী যাতে রোগী দ্রুত উন্নত চিকিৎসা পেতে পারেন।